ডিজিটাল যন্ত্র ও মাল্টিমিডিয়া

ইউনিট ৫

ভূমিকা

সৃষ্টির শুরু হতেই মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য বর্ণ, ছবি ও শব্দ এই মিডিয়া বা মাধ্যম ব্যবহার করে আসছে। মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের এই মাধ্যমগুলোর সমন্বয়। এই তিনটি মিডিয়াকে নিয়ে কখনো আলাদাভাবে কখনো একসাথে করে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, সিনেমা, ভিডিও গেমস, শিক্ষামূলক সফ্টওয়্যার, ওয়েবপেজ ইত্যাদি নানা নামে মাল্টিমিডিয়া পরিচিত। মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও, এনিমেশন এর সমন্বয়ে তৈরি বহুমাত্রিক মিডিয়া যা ইন্টারেক্টিভভাবে ব্যবহারকারীর মনের ভাব বা তথ্য প্রকাশ করে। এই ইউনিটে মাল্টিমিডিয়ার পরিচিতি, মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার, মাল্টিমিডিয়ার বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যারের গুরুত্ব, প্রেজেন্টেশন তৈরীর কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন। মাল্টিমিডিয়ার প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার হিসেবে মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টর বৈশিষ্ট্য, প্রেজেন্টেশন তৈরী, স্লাইডে ছবি যোগ করা, অবজেক্ট, ড্রইং করা, এনিমেশন, ট্রানজিশনযুক্ত করা সহ অনেক বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১ : ডিজিটাল যন্ত্র ও মাল্টিমিডিয়া

পাঠ - ৫.২ : মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ

পাঠ - ৫.৩ : মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও কাজ

পাঠ - ৫.৪ : মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট : প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শন

পাঠ - ৫.৫ : মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে টেক্সট লেআউট, কন্টেন্ট লেআউট, নতুন স্লাইড যোগ করা, ডুপ্লিকেট স্লাইড তৈরি

পাঠ - ৫.৬ : মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট : স্লাইডের ব্যকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা, তারিখ, সময় সন্নিবেশ করা

পাঠ - ৫.৭ : মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট : স্লাইডে ছবি যোগ করা, অবজেক্ট ড্রইং করা ও স্লাইডে টেক্সট এফেক্ট, ত্রিডি এফেক্ট, ভিডিও যুক্ত করা

পাঠ - ৫.৮ : মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট : এনিমেশন ও ট্রানজিশন যুক্ত করা

পাঠ-৫.১ ডিজিটাল যন্ত্র ও মাল্টিমিডিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাল্টিমিডিয়া কি তা বলতে পারবেন।
- ডিজিটাল যন্ত্র ও মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাল্টিমিডিয়া, গ্রাফিক্স, ডিজিটাল যন্ত্র।

সৃষ্টির আদিকাল হতে মানুষ নিজেকে ও নিজের মনের ভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম কিংবা মিডিয়া ব্যবহার করছে। মানুষ যেমন লেখাকে মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, তেমনি শব্দ এবং চিত্রকেও ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। এছাড়াও মানুষ আরও অনেক মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। এগুলোকে একত্রে মাল্টিমিডিয়া বলে। তথ্য ও প্রযুক্তি জগতে মাল্টিমিডিয়া বলতে আসলে বোঝায় যে কম্পিউটারের তথ্যকে অডিও, গ্রাফিক্স, ছবি, ভিডিও ও এনিমেশন এবং এর সাথে লেখাও যুক্ত করে প্রকাশ করা যাবে।

আমরা এখন অনুভব করি যে এনালগ যুগের মিডিয়াগুলোই ডিজিটাল যুগের প্রধান ভাব বা তথ্য প্রকাশের মাধ্যম নয়। বরং সময়ের সাথে সাথে এইগুলো ব্যবহারের মাত্রা বদলে গেছে। এক সময় যে মিডিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত এখন সেগুলো একসাথে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া এসব মিডিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল যন্ত্রের প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা। মাল্টিমিডিয়ার এ রকম বহুমাত্রিকতা ও প্রোগ্রামিং করার সুবিধা থাকায় এগুলোকে এখন ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া বলা হয়।

আমরা সাধারণত তিনটি মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করি। যেমনঃ বর্ণ, চিত্র ও শব্দ এই মিডিয়াগুলোর বিভিন্ন রূপও রয়েছে। এই তিনটি মিডিয়াকে নিয়ে কখনো আলাদাভাবে, কখনো একসাথে করে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। এসব মাধ্যম্যের প্রকাশকে আমরা কাগজের প্রকাশনা, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, সিনেমা, ভিডিও গেমস, শিক্ষামূলক সফ্টওয়্যার, ওয়েবপেজ ইত্যাদি নানা নামে চিনি। তবে এর সবগুলো বা একাধিক মাধ্যমকে আমরা আলাদাভাবে মাল্টিমিডিয়া বলব না। কাগজের প্রকাশনা বা রেডিওকে কেউ মাল্টিমিডিয়া বলতে চাইবেন না। টেলিভিশন, ভিডিও বা সিনেমাকে আমরা মাল্টিমিডিয়া বলতে পারি। আবার ভিডিও গেমস, শিক্ষামূলক সফ্টওয়্যার বা ওয়েব পেজকে আমরা ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া বলি।

সংক্ষেপে বলতে পারি, মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও ও এনিমেশন এর সমন্বয়ে তৈরি বহুমাত্রিক মিডিয়া যা ইন্টারেক্টিভভাবে ব্যবহারকারীর কাছে মনের ভাব বা তথ্য প্রকাশ করে।

ডিজিটাল যন্ত্র ও মাল্টিমিডিয়া

মাল্টিমিডিয়া সচরাচর ডিজিটাল যন্ত্রের সহায়তায় ধারণ বা পরিচালনা করা হয়। এটি সরাসরি মঞ্চে প্রদর্শিত হতে পারে বা অন্যরুপে সরাসরি সম্প্রচারিতও হতে পারে। মাল্টিমিডিয়া বিষয়বস্তু ধারণ ও পরিচালনা করার কোন কোন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রকেও কখনও কখনও মাল্টিমিডিয়া নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ১৮৯৫ সালে সিনেমা বা চলচিত্র উদ্ভব হবার পর তাতে বর্ণ, চিত্র, শব্দ এবং চলমানতা যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন মাধ্যমের পরস্পর সংলগ্ন হবার ব্যাপারটি ঘটতে থাকে যা মাল্টিমিডিয়ার একটি রূপ। তবে প্রযুক্তিগতভাবে বিভিন্ন মাধ্যমের যুক্ত হবার পর সেই সূচনাকালটি অনেক আগের হলেও এসবের সাথে কম্পিউটারের যুক্ত হওয়া খুব বেশি দিনের ব্যাপার নয়।

আমরা সবাই জানি সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিজিটাল যন্ত্র কম্পিউটার হিসাব-নিকাশ করার যন্ত্র হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত হয়ে আসছে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কম্পিউটারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। এরপর লেখালেখি করার জন্য কম্পিউটার যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু কালক্রমে বর্ণ ব্যবহারের পাশাপাশি কম্পিউটারে চিত্র ও শব্দ সমন্বিত হয়। তাছাড়া কম্পিউটার এর রয়েছে প্রোগ্রামিং করার ক্ষমতা। অতীতের চেয়ে বর্তমানে মাল্টিমিডিয়ার কর্মক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যন্ত্র হিসেবেও মাল্টিমিডিয়ার বাহন এখন ইলেকট্রনিক বা কম্পিউটারই ব্যবহৃত হয় না, পাশাপাশি আমাদের হাতের কাছের মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও অন্যান্য ডিজিটাল যন্ত্র এখন মাল্টিমিডিয়া ধারণ ও পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমের সমন্বয়। সংক্ষেপে বলতে পারি, মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও, এনিমেশন এর সমন্বয়ে তৈরি বহুমাত্রিক মিডিয়া যা ইন্টারেক্টিভভাবে ব্যবহারকারীর কাছে মনের ভাব বা তথ্য প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মাল্টিমিডিয়া কতটি মাধ্যমের সমন্বয়ে গঠিত?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

২। মাল্টিমিডিয়ার অর্থ হলো-

ক. মাধ্যম খ. বিনিময়
গ. বিস্তৃত ঘ. বহুমাধ্যম

৩। মাল্টিমিডিয়া হলো-

ক. বর্ণের ব্যবহার খ. শব্দের ব্যবহার
গ. ছবির ব্যবহার ঘ. বর্ণ, শব্দ ও ছবির ব্যবহার

পাঠ-৫.২ মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগের দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গ্রাফিক্স, এনিমেশন, মাল্টিমিডিয়া সফ্টওয়্যার।

মাল্টিমিডিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ বহুমাধ্যম যার ধারণা আমরা পূর্বের পাঠেই পেয়েছি। কম্পিউটারের সাহায্যে এ মাধ্যমগুলোকে সমন্বিত করা যায়। অডিও-ভিডিও, টেক্সট ও কম্পিউটারের ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে মাল্টিমিডিয়ার ক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যময় করে তোলা হয়েছে। এ পাঠে মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ

মাল্টিমিডিয়ার পরিধি এতটাই বিস্তৃত যে ছাত্র-ছাত্রীরা নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এটি এমনই একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রতিদিনই কিছু না কিছু নতুন বিষয় আবির্ভূত হচ্ছে। নিচে এর ব্যবহারের উল্লেযোগ্য ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হল:

১. বর্ণ বা টেক্সট

সারা বিশ্বে টেক্সটের যাবতীয় কাজ এখন কম্পিউটারে হয়ে থাকে। এক সময় টাইপরাইটার ও ফটোটাইপ সেটার দিয়ে যেসব কাজ করা হত, বর্তমানে অফিস আদালত থেকে পেশাদারি মুদ্রণ পর্যন্ত সবখানেই এখন কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে।

২. চিত্র বা গ্রাফিক্স

বিশ্বের সবখানেই গ্রাফিক্স তৈরি, সম্পাদনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ কম্পিউটার ব্যবহার করেই করা হয়। আমাদের দেশেও গ্রাফিক্স ডিজাইন, ড্রয়িং বা কমার্শিয়াল কাজে গ্রাফিক্স ব্যবহার করা হয়। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, স্থাপত্য সকল ক্ষেত্রেই গ্রাফিক্স ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩. ভিডিও বা টিভি

ভিডিও কার্যত: এখন এক ধরনের গ্রাফিক্স। একে চলমান গ্রাফিক্সও বলা যায়। টিভি, হোম ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া সফ্টওয়্যার, ওয়েব ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ভিডিওর ব্যবহার ব্যাপক বেড়েছে। বর্তমানে ভিডিও সম্প্রচারও এনালগ থেকে ডিজিটাল হয়ে গিয়েছে।

৪. এনিমেশন

এনিমেশন এখন এক ধরনের গ্রাফিক্স। তবে এটি চলমান বা স্থির হতে পারে আবার দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক হতে পারে। এনিমেশন কখনই কেবল একক মিডিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এর সাথে অডিও, ভিডিও, টেক্সট, গ্রাফিক্স ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে।

৫. সিনেমা

সিনেমায় গ্রাফিক্সের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এখন ভিডিও এবং সিনেমার মাঝে প্রযুক্তিগত পার্থক্য অনেক কমে এসেছে।

৬. শব্দ বা অডিও

শব্দ বা অডিও রেকর্ড, সম্পাদনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে এখন কম্পিউটারের উপর নির্ভর করে। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ এনালগ পদ্ধতি এখন কার্যত সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। যে কেউ ইচ্ছে করলেই একটি ভালো কম্পিউটার দিয়ে উন্নতমানের সাউন্ড রেকর্ডিং করতে পারে।

৭. শিক্ষাক্ষেত্রে

শব্দ, বর্ণ, চিত্র ইত্যাদিও সমন্বয়ে বর্ণিল এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যা শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার পাশাপাশি শিক্ষাকে আরও সহজবোধ্য করে তুলেছে।

৮. ডিজিটাল প্রকাশনা

আমাদের প্রকাশনা এখনো কাগজ নির্ভর। তবে বাংলাদেশেও একুশ শতক অবশ্যই ডিজিটাল প্রকাশনার শতক হবে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ আশাব্যঞ্জক না হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে। যেমন-অনলাইন সংবাদপত্র। এর প্রকাশনা যেমন বাড়ছে তেমনি পাঠকসংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে।

যিনি টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও, এনিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তিনি মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপার। এই কাজগুলো করার জন্য এডোবি ফটোশপ থেকে থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স বা মায়া ইত্যাদি অনেক সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সফ্‌টওয়্যার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে তাদেরকে মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামার বলে যারা এসব মিডিয়া ব্যবহার করে ইন্টারঅ্যাক্টিভ এ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	"মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামারদের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে"-উক্তিটির স্বপক্ষে আপনার যুক্তি তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

এনিমেশন এক ধরনের গ্রাফিক্স এবং এটি চলমান বা স্থির হতে পারে আবার দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক হতে পারে। যিনি টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও, এনিমেশন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তিনি মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস ডেভেলপার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ -

ক. বর্ণ বা টেক্সটের প্রকাশকে বাড়িয়ে দিয়েছে
খ. মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজকে সহজ করেছে
গ. গ্রাফিক্সের কাজ সহজ করেছে
ঘ. সবগুলোই

২। ভিডিও কার্যত এক ধরনের-

ক. টেক্সট
খ. অডিও
গ. বর্ণ
ঘ. গ্রাফিক্স

৩। নিচের কোনটি দ্বি-মাত্রিক বা ত্রি-মাত্রিক হতে পারে-

ক. শব্দ
খ. এনিমেশন
গ. বর্ণ
ঘ. ভিডিও

পাঠ-৫.৩ মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও কাজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট (Microsoft PowerPoint) কি তা বলতে পারবেন।
- মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- নতুন ডকুমেন্ট ওপেন, সেইভ করতে পারবেন। পাওয়ারপয়েন্ট

মুখ্য শব্দ	মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, স্লাইড।

বর্তমান আধুনিক যুগ হচ্ছে তথ্য বিনিময় ও মতামত শেয়ারের মাধ্যমে মানব সমাজের উন্নয়ন করা। সকল প্রকার তথ্য সহজলভ্য করার জন্য প্রতিনিয়ত সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন প্রকার কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে সকলেই নিজ নিজ গবেষণা বা কর্মক্ষেত্রের সর্বশেষ কাজের নতুন নতুন তথ্য ও চিন্তাভাবনার বিনিময় ও নতুন নতুন ধারণা ও প্রসারণ করে মানব সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।

সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন প্রকার কর্মশালা ইত্যাদিতে কম্পিউটারের সাহায্যে সহজে বোধগম্য, আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে তথ্য উপাস্থাপনার জন্য পাওয়ারপয়েন্ট নামের সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

প্রেজেন্টেশন তৈরি ও প্রদর্শনের জন্য মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশনের পাওয়ারপয়েন্ট একটি চমৎকার সফ্টওয়্যার। মাইক্রোসফ্ট অফিসের অনেক ফিচার যা এমএস ওয়ার্ড ও এক্সেলে রয়েছে সেগুলো পাওয়ারপয়েন্ট কাজে লাগিয়ে সুন্দর স্লাইড, রিপোর্ট, প্রোজেক্ট স্ট্যাটাস ও বিজনেস প্ল্যান ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

সহজভাবে বললে , পাওয়ারপয়েন্ট হচ্ছে এমন একটি প্রফেশনাল প্যাকেজ সফ্টওয়্যার যা আপনাকে যে কোন রকমের প্রফেশনাল মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে সাহায্যে করবে। নিচে পাওয়ারপয়েন্ট এর সুবিধাগুলো দেয়া হলোঃ

১। পাওয়ারপয়েন্টে তৈরি প্রেজেন্টেশন আপনি বিভিন্ন মাধ্যম যেমন কোন কম্পিউটার স্ক্রীন, এলসিডি প্রোজেক্টর ইত্যাদিতে প্রদর্শন করতে পারবেন।

২। পাওয়ারপয়েন্টে তৈরি প্রেজেন্টেশন প্রিন্ট করে কাজে লাগাতে পারবেন।

৩। পাওয়ারপয়েন্টে তৈরি প্রেজেন্টেশন এর সংশোধন বা আপডেট করতে পারবেন।

পাওয়ারপয়েন্টের বৈশিষ্ট্য ও কাজ

মাইক্রোসফ্ট অফিসের পাওয়ারপয়েন্টর সাহায্যে লেখা, অডিও, ভিডিও, গ্রাফ ইত্যাদির সমন্বয় করে আকর্ষণীয়ভাবে তথ্যাদি উপস্থাপন করা যায়। সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদিতে কার্যকরভাবে তথ্য উপস্থাপনের জন্য পাওয়ারপয়েন্ট সফ্টওয়্যারটি খুব সহজেই ও চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যায়। এদিক থেকে পাওয়ারপয়েন্টের তুলনা কেবল পাওয়ারপয়েন্টের সাথেই করা যায়। এটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফ্ট যে সমস্ত ফিচার যুক্ত করেছে তা এটিকে কেবলমাত্র একটি প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার হিসেবে নয় বরং শক্তিশালী ইন্টারেক্টিভ কম্পোজিশন সফ্টওয়্যারে পরিণত করেছে। পাওয়ারপয়েন্ট ব্যবহার করে আপনি নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে পারবেন ঃ

১। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কোন বিষয়কে দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করতে পারবেন।

২। কোন রিপোর্ট বা প্রোজেক্ট স্ট্যাটাস কিংবা এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় পাওয়ারপয়েন্টের সাহায্যে অতি সহজে তৈরি করতে পারবেন।

৩। তৈরিকৃত প্রেজেন্টেশন এ বিভিন্ন এনিমেশন ও ডিজাইন এফেক্ট দিয়ে মনোমুগ্ধকরভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

৪। স্লাইড শো প্রদর্শনের সময় ইলেকট্রিক কলম ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারবেন।

৫। পাওয়ারপয়েন্টে তৈরিকৃত ডকুমেন্টটি প্রিন্ট করে অন্য ডকুমেন্টের মত ব্যবহার করা যায়।

প্রেজেন্টেশন কি?

সাধারণত প্রেজেন্টেশন বলতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কোন বিষয়কে দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করাকে বুঝায়। প্রযুক্তিগত ভাষায় প্রেজেন্টেশন বলতে পাওয়ারপয়েন্টের ফাইলকে বুঝায়। একটি প্রেজেন্টেশনে এক বা একাধিক স্লাইড থাকে। নিম্নে পাওয়ারপয়েন্টের একটি প্রেজেন্টেশন ফাইল দেখানো হল (চিত্র-১):

চিত্র-১

স্লাইড কি?

প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশ বা খন্ডের নাম স্লাইড। একটি প্রেজেন্টেশনে এক বা একাধিক স্লাইড থাকতে পারে । যেমন MS-Word এর ফাইলে থাকে এক বা একাধিক পৃষ্ঠা। কোন প্রেজেন্টেশনে কয়টি স্লাইড আছে তা জানা যায় Window এর স্ট্যাটাস বারে লক্ষ্য করলে। যেমন Slide 3 of 10 থাকলে বুঝা যায় চলমান প্রেজেন্টেশনে আছে দশটি স্লাইড এবং চলমান (Active) স্লাইড তিন নাম্বার স্লাইড ।

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে (Microsoft PowerPoint) নতুন ডকুমেন্ট ওপেন

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট নতুন ডকুমেন্ট খোলার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। প্রথমে মাউস পয়েন্টার এর মাধ্যমে স্টার্ট বাটন এ ক্লিক করতে হবে (চিত্র-১)।

২। এরপর all program ক্লিক করতে হবে (চিত্র-১)।

৩। এরপর নতুন একটি মেনু আসবে, যেখানে অনেকগুলো অপশন থাকবে (চিত্র-২)।

৪। মাইক্রোসফ্ট অফিস হতে মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭ এ ক্লিক করলে মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টের একটি নতুন পেজ ওপেন হবে।

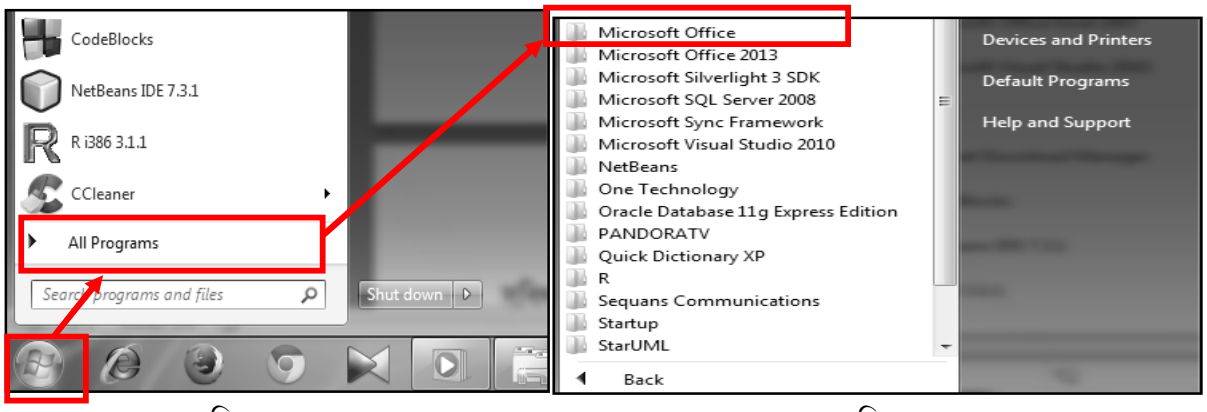

চিত্র-১ চিত্র-২

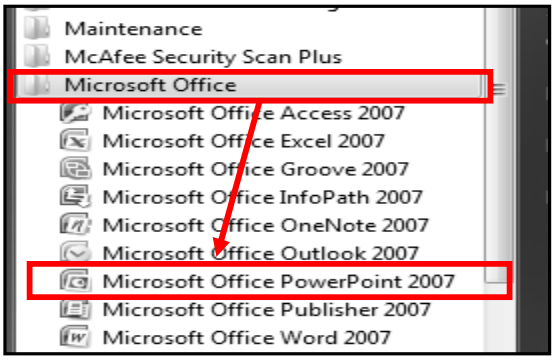

চিত্র-৩

সংক্ষেপেঃ start>All Programs> Microsoft Office>Microsoft office PowerPoint ২০০৭

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে (Microsoft PowerPoint) লেখা

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে একটি নতুন ডকুমেন্ট ওপেন করার পর একটি ব্ল্যাংক স্লাইড আসবে (চিত্র-৪)। স্লাইডে 'click to add title' এবং 'click to add subsubtitle' লেখা থাকবে। লেখাগুলোর উপর ক্লিক করলে বক্সের মাঝে ইনসার্সন পয়েন্টার থাকবে।

১। 'click to add title' বক্সের ভেতরে আপনার লেখাগুলো টাইপ করুন। লেখা শেষ হবার পর স্লাইডের বাইরে যে কোন স্থানে ক্লিক করুন।

২। স্লাইড তৈরির বাম পাশে থাম্বনেইল ভিউয়ে স্লাইড এর ছোট সংস্করণ দেখা যাবে।

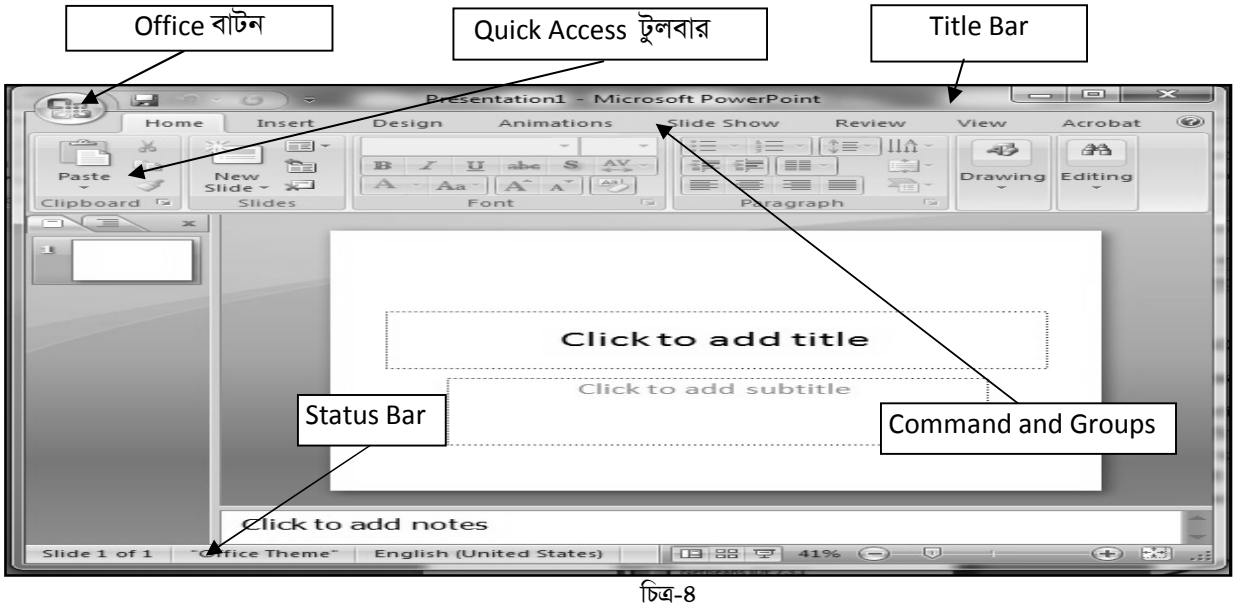

চিত্র-৪

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে (Microsoft PowerPoint) লেখা সেইভ বা সংরক্ষণ করা

নতুন ডকুমেন্টে লেখার কাজ শেষ করে ডকুমেন্টটি ভবিষ্যতে ব্যবহার করার জন্য সেইভ (Save) করতে হয়। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। প্রথমে অফিস বাটন এ ক্লিক করলে একটি মেনু আসবে।

২। Save As মেনুতে ক্লিক করলে একটি ডায়লগ বক্স আসবে। ফাইল নেম ঘরে ফাইলের নাম দিয়ে OK বাটনে ক্লিক করলে ফাইলটি সেইভ হয়ে যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	filepower.pptx/ filepower.ppt নামের ডকুমেন্ট খুলে সেইভ করুন।

সারসংক্ষেপ

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট হলো একটি প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম। এটি একটি গ্রাফিক্স প্যাকেজ প্রোগ্রাম। পাওয়ারপয়েন্টের সাহায্যে পণ্যের বিজ্ঞাপন, মিটিংয়ের আলোচ্য বিষয়, উৎপাদন প্রতিবেদন, ডাটা উপস্থাপনা, গ্রাফ বা চার্ট ইত্যাদির উপস্থাপন কাজ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রেজেন্টেশন ফাইলের এক একটি পৃষ্ঠাকে কি বলে?

ক. স্লাইড খ. ফাইল
গ. প্রেজেন্টেশন ঘ. ডকুমেন্ট

২। পাওয়ারপয়েন্ট সফ্টওয়্যারটির অপর নাম কী?

ক. প্রিমিয়ার সফ্টওয়্যার খ. স্প্রেডশিট সফ্টওয়্যার
গ. প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যার ঘ. এক্সেস সফ্টওয়্যার

৩। পাওয়ারপয়েন্ট সফ্টওয়্যারটি কোন কোম্পানি তৈরি করেছে?

ক. মাইক্রোসফ্ট খ. অ্যাপল
গ. স্যামসং ঘ. আইবিএম

পাঠ-৫.৪ মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট : প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে তৈরিকৃত স্লাইড কিভাবে চালাবেন তা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্লাইড, হ্যান্ড আউট, স্পিকার নোট।

প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশ বা খন্ডের নাম স্লাইড। একটি প্রেজেন্টেশনে এক বা একাধিক স্লাইড থাকতে পারে । আবার স্পিকার নোট, হ্যান্ড আউট, আউটলাইন ইত্যাদিও প্রেজেন্টেশনে থাকতে পারে।

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে (Microsoft PowerPoint) প্রেজেন্টেশন স্লাইড প্রদর্শনঃ

আগেই জেনেছি যে মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টের ফাইলে অনেকগুলো স্লাইড থাকে। একটি নতুন প্রেজেন্টেশন তৈরি করে দেখে নেয়া যেতে পারে স্লাইডগুলো ঠিকমত হয়েছে কিনা। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। কীবোর্ডের F5 বাটনে চাপ দিলে অথবা ভিউ মেনু হতে Slide show সিলেক্ট করলে প্রথম স্লাইডটি প্রদর্শিত হবে। স্ট্যাটাস বারে Slide show আইকন ক্লিক করেও স্লাইড প্রদর্শন করা যায়।

২। প্রেজেন্টেশনের একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার জন্য কীবোর্ডের ডানমুখী অ্যারো বাটনে চাপ দিতে হয়। আর পূর্ববর্তী স্লাইডে আসার জন্য বামমুখী অ্যারো বাটনে চাপ দিতে হয়।

৩। স্লাইড শো উইন্ডো থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য অথবা সম্পাদনার জন্য কীবোর্ডের Esc বাটনে চাপ দিতে হয়। স্লাইড ঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে কিনা দেখে নেয়ার জন্য প্রেজেন্টেশন তৈরির যে কোনো পর্যায়ে স্লাইড শো প্রদর্শন করে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে country.pptx নামে ফাইল খুলে নিচের নামগুলো লিখে স্লাইড তৈরী করুন। এরপর প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শন করুন। • Bangladesh • India • America

সারসংক্ষেপ

পাওয়ারপয়েন্টর ফাইলকে প্রেজেন্টেশন বলা হয়। একটি ফাইলে যেমন অনেকগুলো পৃষ্ঠা থাকে তেমনি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এ অনেকগুলো স্লাইড থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোন কী চেপে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন চালাতে হয়?

ক. F5 খ. F6

গ. F1 ঘ. F2

২। প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশকে কি বলা হয়ে থাকে?

ক. ডকুমেন্ট খ. ফাইল

গ. স্লাউড ঘ. কুয়েরি

পাঠ-৫.৫ মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে টেক্সট লেআউট, কন্টেন্ট লেআউট, নতুন স্লাইড যোগ করা, ডুপ্লিকেট স্লাইড তৈরি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টর টেক্সট লেআউট কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডকুমেন্টে কিভাবে নতুন স্লাইড যোগ করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	টেক্সট লেআউট, কন্টেন্ট লেআউট।

আমরা জানি যে একটি প্রেজেন্টেশন ফাইলে অনেকগুলো স্লাইড থাকতে পারে। এ পাঠে নতুন স্লাইড সংযোজন ও স্লাইডে কিভাবে লিখতে হয় তা শিখব। এছাড়া ডুপ্লিকেট স্লাইড কিভাবে তৈরি করব তা জানব।

টেক্সট ও কন্টেন্ট লেআউট

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে সাধারণত স্লাইডের টেক্সট লেআউট ৯ ধরনের হয়। যথাঃ

১। টাইটের স্লাইড

২। টাইটেল ও কন্টেন্ট

৩। সেকশন হেডার

৪। টাইটেল ও ২-কলাম

৫। কমপারিজন

৬। টাইটেল অনলি

৭। ক্যাপশনসহ কন্টেন্ট

৮। ক্যাপশনসহ ছবি

৯। ব্ল্যাংক

নতুন স্লাইড যোগ করা, ডুপ্লিকেট স্লাইড তৈরি

প্রথমেই নতুন একটি প্রেজেন্টেশন ফাইল ওপেন করে নিলে চিত্র-২ এর মত একটি ব্লাঙ্ক স্লাইড আসবে। মনেকরি স্লাইড এর টাইটেল হিসেবে "Rivers" লিখা হল। এরপর নতুন একটি স্লাইড যোগ করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। হোম মেনু হতে New Slide এ ক্লিক করলে অথবা কীবোর্ডের Ctrl+M চাপলে নতুন একটি স্লাইড যুক্ত হবে (চিত্র-২)।

চিত্র-২

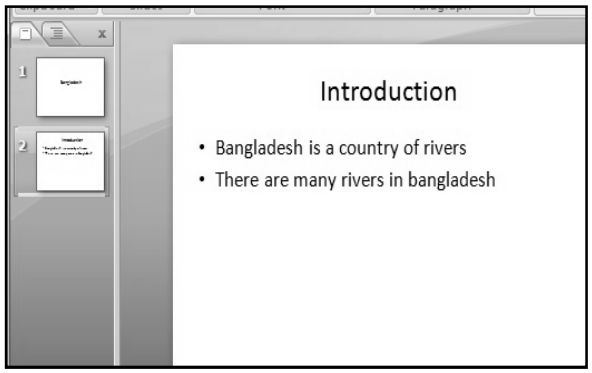

চিত্র-৩

২। টাইটেল হিসেবে "Introduction" লিখে দেই।

৩। এরপর বক্সে নিচের দুইটি লাইন লিখি।

- Bangladesh is a country of rivers.
- There are many rivers in Bangladesh.

৪। এভাবে একটি ফাইলে প্রয়োজন অনুযায়ী অনেক স্লাইড যোগ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে country.pptx নামে ফাইল খুলে নিচের নামগুলো লিখে স্লাইড তৈরী করুন। টাইটেল হিসেবে country দিন।

Country	Flower	Fruits
• Bangladesh • India • America	• Blue Lily • Dahlia • Rose	• Mango • Banana • Jackfruit

সারসংক্ষেপ

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট সাধারণত ৯ ধরনের কন্টেন্ট লেআউট থাকে। ব্যবহারকারী প্রয়োজন অনুযায়ী এসব লেআউট ব্যবহার করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রেজেন্টেশন ফাইলের স্লাইডের টেক্সট লেআউট কত ধরনের?

ক. ৬ খ. ৭

গ. ৮ ঘ. ৯

পাঠ-৫.৬ মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট : স্লাইডের ব্যকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা, তারিখ, সময় সন্নিবেশ করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে স্লাইডের ব্যকগ্রাউন্ড ডিজাইন পরিবর্তন কিভাবে করবেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্লাইডে কিভাবে তারিখ ও সময় যোগ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন, ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল, তারিখ, সময় সন্নিবেশ।

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী ইচ্ছা করলেই স্লাইড এর কালার পরিবর্তন করাসহ স্লাইডে তারিখ ও সময় সন্নিবেশ করতে পারেন।

স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন পরিবর্তন করা

স্লাইড তৈরি করার সময় এবং স্লাইড তৈরির পরেও ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার পরিবর্তন করা যায় বা নতুন করে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা যায়। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়ঃ

১। যে স্লাইড এর কালার পরিবর্তন করতে হবে সেটি খোলা রাখতে হবে।

২। ডিজাইন মেনুতে ক্লিক করলে অনেকগুলো ডিজাইন অপশন আসবে। যে কোনো একটি সিলেক্ট করলে স্লাইডটির ডিজাইন পরিবর্তন হবে। যেমন চিত্র-১ এ সাদা ব্যকগ্রাউন্ড এর ডিজাইন পরিবর্তন করে নতুন একটি ডিজাইন করা হয়েছে।

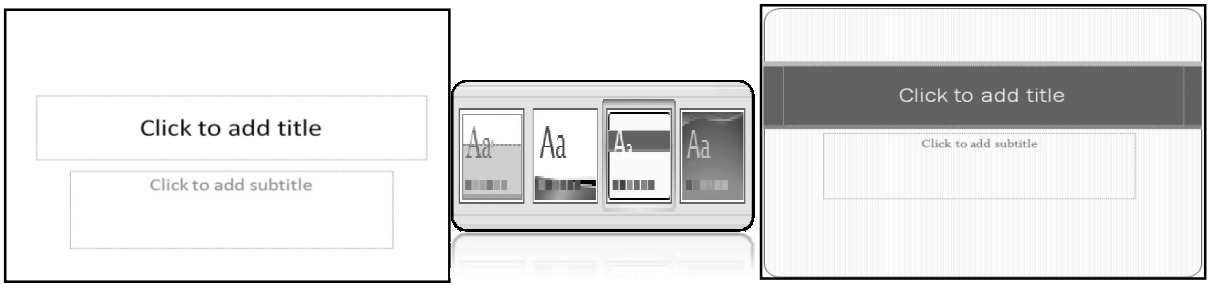

চিত্র-১

স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পরিবর্তন করা

স্লাইড তৈরি করার সময় এবং স্লাইড তৈরির পরেও ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার পরিবর্তন করা যায় বা নতুন করে ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা যায়। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। যে স্লাইড এর কালার পরিবর্তন করতে হবে সেটি খোলা রাখতে হবে।

২। ডিজাইন মেনুর ডান দিক হতে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল ড্রপ ডাউন এ ক্লিক করলে গ্র্যাডিয়েন্ট ও সলিড রঙের একটি প্যালেট আসবে। যে কোনো একটি সিলেক্ট করলে ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন হবে।

৩। ফরম্যাটের নিচের দিকে ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করলে নতুন একটি ডায়লগ বক্স আসবে।

৪। ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড এর উপরের বাম পাশের 'সলিড ফিল' রেডিও বাটনে ক্লিক করে নিতে হবে।

৫। কালার ড্রপ-ডাউন এ ক্লিক করলে রঙের প্যালেট আসবে।

৬। প্রয়োজনীয় রঙ সিলেক্ট করলে স্লাইড এর ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন হয়ে যাবে।

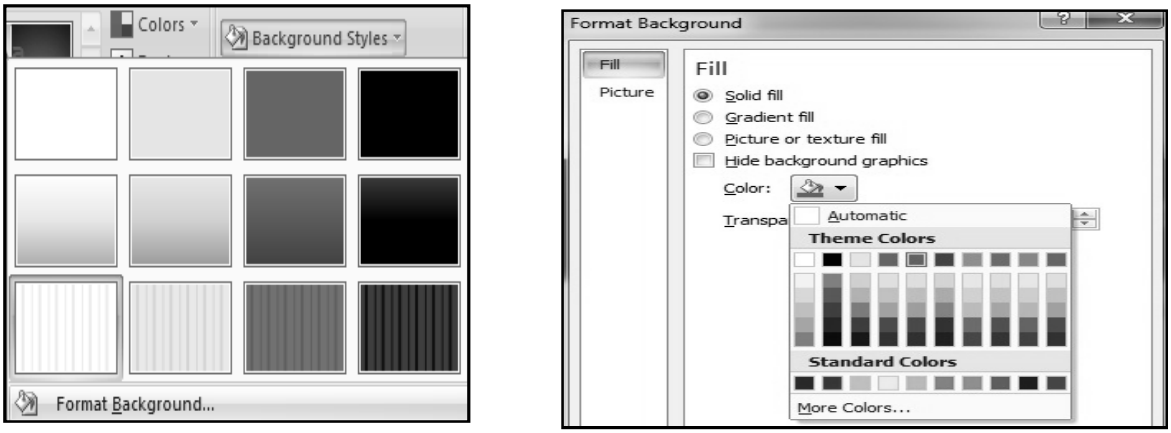

চিত্র-২

৭। Picture or Texure fill রেডিও বাটনে ক্লিক করে ছবি নির্বাচন করে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দেয়া যায়।

তারিখ ও সময় সন্নিবেশ করা

স্লাইড এ অনেক সময় তারিখ ও সময় সন্নিবেশ করার দরকার হলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। ইনসার্ট মেনুর টেক্সট গ্রুপ হতে তারিখ ও সময় সন্নিবেশ করা যায়। (চিত্র-৩)

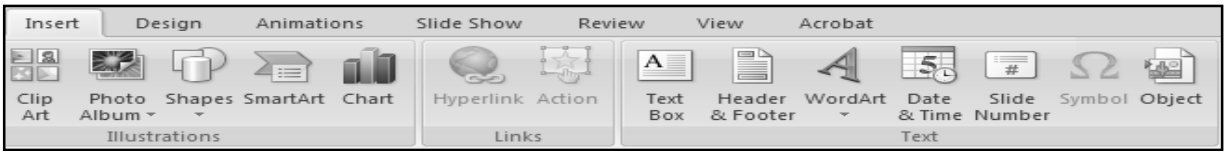

চিত্র-৩

২। তারিখ ও সময় অপশনে ক্লিক করলে ডায়লগ বক্স আসবে। (চিত্র-৪)

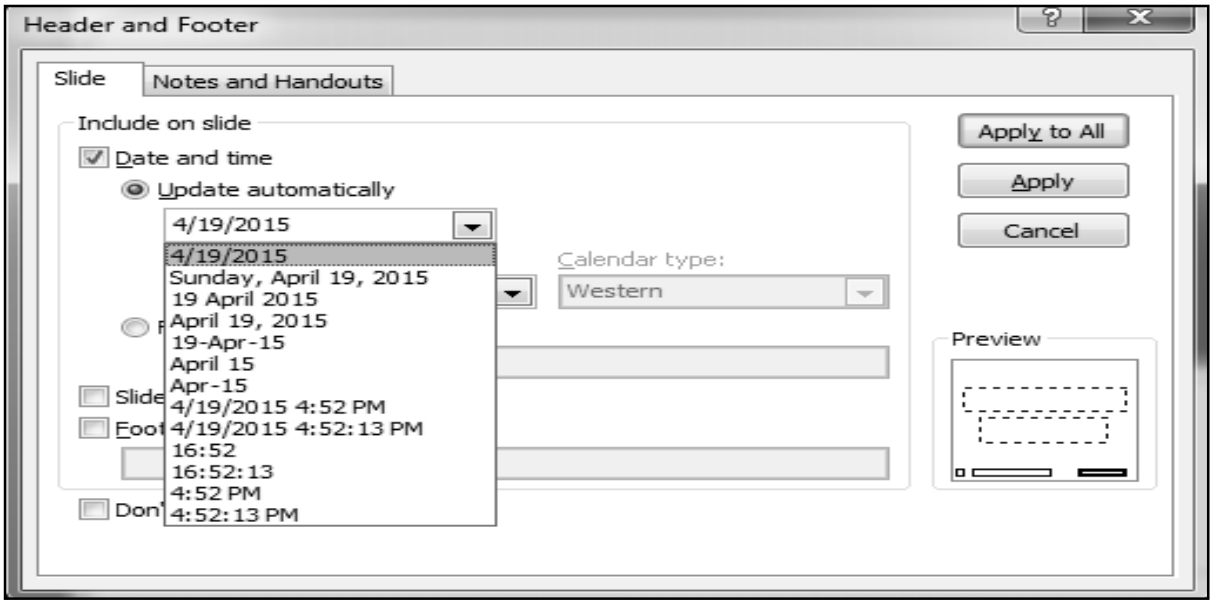

চিত্র-৪

৩। তারিখ ও সময় চেক বক্সে ক্লিক করলে কারেন্ট তারিখ সন্নিবেশিত হবে।

৪। Update automatically রেডিও বাটন ক্লিক করলে তারিখ নিয়মিত আপডেট হবে। এছাড়া ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে সময় ও তারিখের ফরম্যাট নির্বাচন করা যায়।

৫। Apply বাটনে ক্লিক করলে সিলেক্টেড স্লাইড এর নিচে তারিখ ও সময় সন্নিবেশিত হবে।

৬। Apply to All বাটনে ক্লিক করলে সব স্লাইড এর নিচে তারিখ ও সময় সন্নিবেশিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে country.pptx নামে ফাইল খুলে নিচের নামগুলো লিখে স্লাইড তৈরী করুন। টাইটেল হিসেবে country দিন। এভাবে ফলের ও ফুলের নাম লিখে নতুন স্লাইড তৈরী করুন। স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করুন। প্রত্যেকটি স্লাইডে সময় সন্নিবেশ করুন। এরপর প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শন করুন।

Country	Flower	Fruits
• Bangladesh • India • America	• Blue Lily • Dahlia • Rose	• Mango • Banana • Jackfruit

সারসংক্ষেপ

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী ইচ্ছা করলেই স্লাইড এর কালার পরিবর্তন করাসহ স্লাইডে তারিখ ও সময় সন্নিবেশ করতে পারেন । ইনসার্ট মেনু হতে টেক্সট গ্রুপ হতে তারিখ ও সময় সন্নিবেশ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রেজেন্টেশন স্লাইড এ তারিখ যোগ করার জন্য কোন মেনু থেকে করতে হয়?

ক. Insert -> Date and Time
খ. View -> Date and Time
গ. Home-> Date and Time
ঘ. Page Layout -> Date and Time

২। নিচের কোন স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করা যায়?

ক. প্রথম স্লাইডে
খ. দ্বিতীয় স্লাইডে
গ. নিষ্ক্রিয় স্লাইডে
ঘ. সক্রিয় স্লাইডে

পাঠ-৫.৭ মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট : স্লাইডে ছবি যোগ করা, অবজেক্ট ড্রইং করা এবং স্লাইডে টেক্সট এফেক্ট, ত্রিডি এফেক্ট ও ভিডিও যুক্ত করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে কিভাবে ছবি যোগ করা যায়, বিভিন্ন অবজেক্ট ড্রয়িং করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্লাইডে কিভাবে থ্রিডি এফেক্ট ও ভিডিও যোগ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অবজেক্ট ড্রইং, ত্রিডি এফেক্ট।

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে তথ্য উপস্থাপনার জন্য অনেক সময় ছবি ও বিভিন্ন অবজেক্ট ড্রয়িং এর প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় ছবি প্রেজেন্টেশনকে আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে তোলে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের টেক্সটে এফেক্ট দেয়া যায়।

স্লাইডে ছবি যোগ করা

প্রেজেন্টেশনকে যথার্থভাবে উপস্থাপনার জন্য অনেক সময় ছবি যুক্ত করতে হয়। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। যে স্লাইডে ছবি সংযুক্ত করতে হবে সেটি খোলা রাখতে হবে।

২। ইনসার্ট মেনুর Illustartions গ্রুপ হতে পিকচার আইকনের উপর ক্লিক করলে Insert picture ডায়লগ বক্স আসবে (চিত্র-১)।

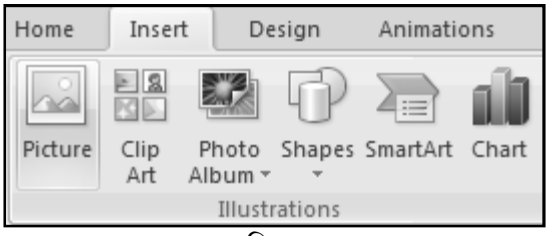

চিত্র-১

৩। নতুন ডায়লগ বক্স হতে প্রয়োজনীয় ছবি ব্রাউজ করে Insert বাটনে ক্লিক করলে ছবিটি স্লাইডে যুক্ত হবে।

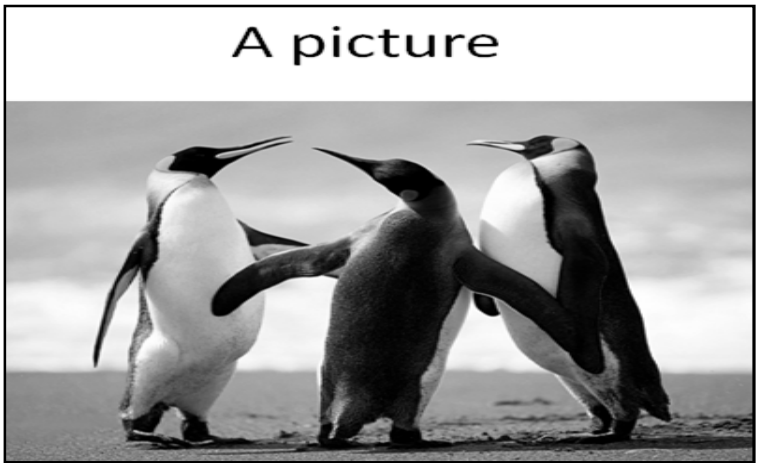

চিত্র-২

স্লাইডে অবজেক্ট ড্রয়িং করা

প্রেজেন্টেশনকে সুন্দর ও তথ্যবহুল করার জন্য বিভিন্ন অবজেক্ট যুক্ত করা যায়। এজন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। ইনসার্ট (insert) মেনুর Illustartions গ্রুপ হতে Shapes আইকনের উপর ক্লিক করলে চিত্র-৩ এর মত একটি নতুন উইন্ডো আসবে।

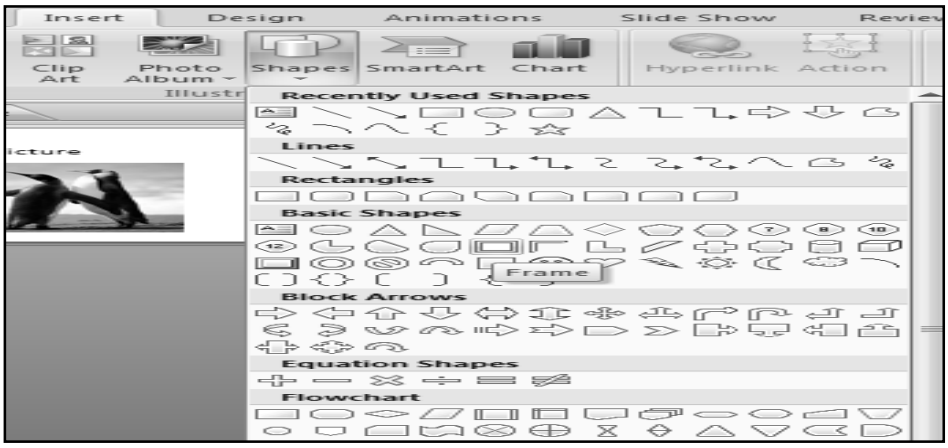

চিত্র-৩

২। নতুন উইন্ডো থেকে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট যেমন- লাইন, বিভিন্ন ধরনের রেকট্যাঙ্গেল, অ্যারো, ফ্লোচার্ট এ ব্যবহৃত সিম্বলসমূহ যোগ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবজেক্ট সিলেক্ট করে স্লাইড এর মাঝে ড্রাগ করে অবজেক্টটি ড্রইং করা হয়। যেমন চিত্র-৪ এ একটি ব্লক অ্যারো ও একটি বৃত্ত যুক্ত করা হয়েছে।

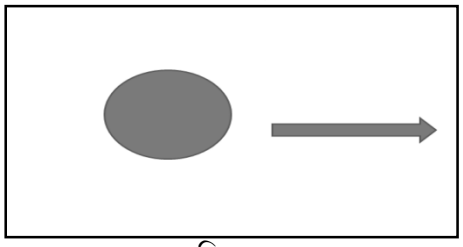

চিত্র-৪

স্লাইডে টেক্সট এফেক্ট

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডের টেক্সট এ বিভিন্ন এফেক্ট দেয়া যায়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট টেক্সট ফিল্ড সিলেক্ট করে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। Format মেনু হতে WordArt Styles সিলেক্ট করে দিতে হবে (চিত্র-৫)।

২। এরপর প্রয়োজনীয় আইকনে ক্লিক করে পছন্দের স্টাইল সিলেক্ট করলে টেক্সটের স্টাইল পরিবর্তন হবে।

চিত্র-৫

স্লাইডে অবজেক্ট এ থ্রিডি এফেক্ট দেয়া

প্রয়োজনে স্লাইড এর অবজেক্টে বিভিন্ন ধরনের থ্রিডি এফেক্ট দেয়া যায়। যেমনঃ একটি রেকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করে চিত্র-৬ এর মত ফরম্যাট মেনু হতে এফেক্ট দিলে রেকট্যাঙ্গেলটি চিত্র-৭ এর মত দেখাবে।

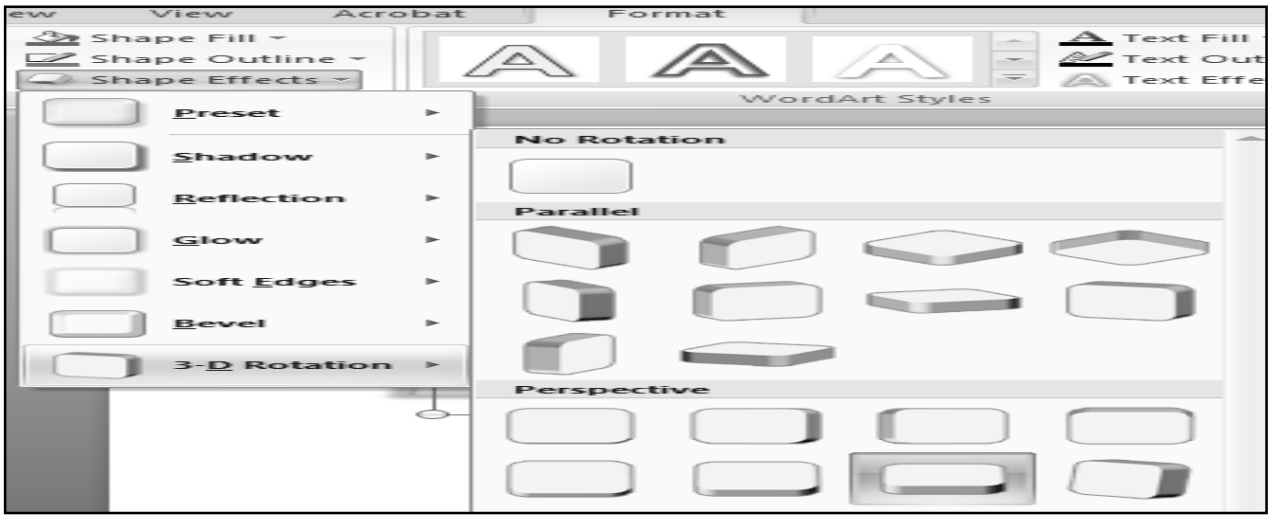

চিত্র-৬

চিত্র-৭

ভিডিও যুক্ত করা

স্লাইডে অবজেক্টের মত অডিও ও ভিডিও যোগ করা সম্ভব। সাধারণত Insert মেনুর Media Clips (চিত্র-৮) হতে অডিও ও ভিডিও ফাইল যোগ করা যায়।

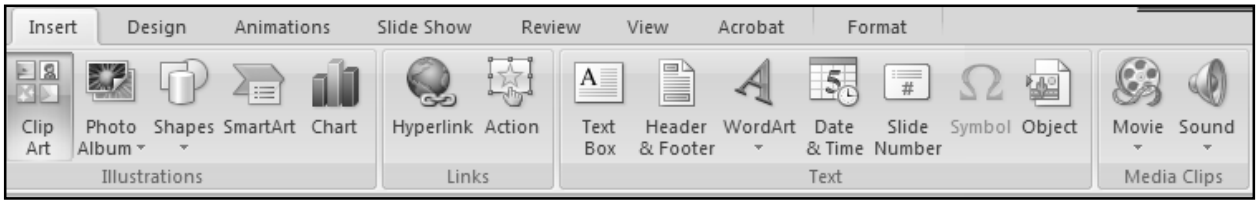

চিত্র-৮

এক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে-

১। যে স্লাইডে অডিও বা ভিডিও যোগ করতে চান তা অপেন করুন।

২। মুভি বা সাউন্ড এর উপর ক্লিক করলে অপশন আসবে। (চিত্র-৯)

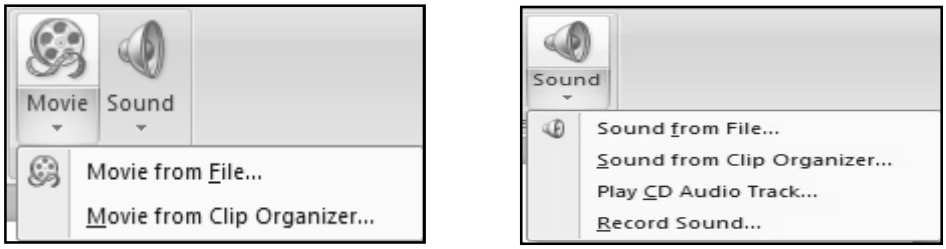

চিত্র-৯

৩। প্রয়োজন মত আপনার ভিডিও বা অডিও ফাইলে ক্লিক করুন। নির্দিষ্ট ভিডিও বা অডিও ফাইলটি সংযুক্ত হয়ে যাবে।

৪। অডিও বা ভিডিও ফাইল যুক্ত হাওয়ার পর স্লাইড শো করলে সংশ্লিষ্ট ফাইলটি চলবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে myimage.pptx নামে ফাইল খুলে স্লাইডে ছবি যোগ করুন। ছবির নিচে টেক্সট বক্স দিয়ে নাম দিন।

সারসংক্ষেপ

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্টে তথ্য উপস্থাপনার জন্য অনেক সময় ছবি ও বিভিন্ন অবজেক্ট ড্রয়িং এর প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় ছবি প্রেজেন্টেশনকে আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে তোলে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের টেক্সটে এফেক্ট দেয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন মেনু থেকে প্রেজেন্টেশন স্লাইডে ভিডিও যোগ করা যায়?

ক. Insert খ. View

গ. Home ঘ. Page Layout

২। সাধারণত ভিডিও যুক্ত করা যায়-

ক. শুরুর স্লাইডে খ. মাঝের স্লাইডে

গ. শেষের স্লাইডে ঘ. ছবিযুক্ত স্লাইডে

পাঠ-৫.৮ মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট : এনিমেশন ও ট্রানজিশন যুক্ত করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে এনিমেশন ও কিভাবে ট্রানজিশন যুক্ত করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্লাইডের লেখায় কিভাবে স্বতন্ত্রভাবে ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	এনিমেশন, ট্রানজিশন।

মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী ইচ্ছা করলেই এনিমেশন, ট্রানজিশন যুক্ত করতে পারেন, স্বতন্ত্রভাবে ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে পারেন। এ পাঠে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব।

স্লাইডে এনিমেশন ও ট্রানজিশন যুক্ত করা

সাধারণত একটির পর একটি স্লাইড প্রদর্শন করা হয়। অনেক সময় একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইড এ যাওয়ার সময় ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। এই ইফেক্টকে বলা হয় ট্রানজিশন। প্রেজেন্টেশনের যে স্লাইডটি খোলা রেখে ট্রানজিশন প্রয়োগ করা হয় সেই স্লাইডটিতে ট্রানজিশন কার্যকর হয়। কোন স্লাইডে ট্রানজিশন প্রয়োগের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

১। যে স্লাইডে ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে হবে সেটি খোলা রাখতে হবে।

২। Animation মেনুতে ক্লিক করে সক্রিয় করতে হয়। Animation মেনুর রিবনে এক সারি স্লাইড ট্রানজিশনের নমুনা পাওয়া যাবে। যে নমুনার উপরে মাউস পয়েন্টার স্থাপন করা হয়, স্লাইডে সেই নমুনার ট্রানজিশন দেখা যাবে।

৩। সবগুলো স্লাইডে একই ট্রানজিশন আরোপ করতে হলে, প্রথম স্লাইডে ট্রানজিশন আরোপ করার পর Apply To All বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৪। প্রতিটি স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে হলে একটি একটি করে প্রতিটি স্লাইডে ট্রানজিশন দিতে হবে।

লেখায় স্বতন্ত্রভাবে ট্রানজিশন প্রয়োগ

একটি স্লাইডে একাধিক টেক্সট বক্সে লেখা থাকতে পারে। ধরা যাক, প্রেজেন্টেশনের কোন স্লাইডে তিনটি টেক্সট বক্সে লেখা রয়েছে। তিনটি টেক্সট বক্সে ভিন্ন ভিন্ন ট্রানজিশন প্রয়োগ করলে টেক্সট বক্সগুলো ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্লাইডের ভিতরে আসবে।

চিত্র-১

এ জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে-

১। যে স্লাইডের লেখাগুলোতে ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে চান সেই স্লাইডটি খোলা রাখতে হবে।

২। প্রথম টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করতে হবে।

৩। Animation মেনুতে ক্লিক করে Custom Animation নামক কমান্ডের উপর ক্লিক করলে একটি প্যালেট আসবে।

৪। Custom Animation প্যালেটের Add Effect ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে Entrance সিলেক্ট করলে নমুনা ট্রানজিশনের একটি তালিকা আসবে। এ তালিকা থেকে যে কোনো একটি নমুনা সিলেক্ট করলে ট্রানজিশনটি টেক্সট বক্সে সক্রিয় হয়ে যাবে।

৫। যদি ট্রানজিশনটি বাদ দিতে চান তাহলে নির্দিষ্ট টেক্সট বক্সটি সিলেক্ট করে Remove বাটনে ক্লিক করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ

মাইক্রোসফ্‌ট পাওয়ারপয়েন্ট দিয়ে country.pptx নামে ফাইল খুলে নিচের নামগুলো লিখে স্লাইড তৈরী করুন। টাইটেল হিসেবে country দিন। এভাবে ফলের ও ফুলের নাম লিখে নতুন স্লাইড তৈরী করুন। স্লাইডের লেখাতে এনিমেশন, ট্রানজিশন যুক্ত করুন। এরপর প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শন করুন।

Country	Flower	Fruits
• Bangladesh • India • America	• Blue Lily • Dahlia • Rose	• Mango • Banana • Jackfruit

সারসংক্ষেপ

মাইক্রোসফ্‌ট পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে ব্যবহারকারী ইচ্ছা করলেই এনিমেশন, ট্রানজিশন যুক্ত করতে পারেন। সাধারণত একটির পর একটি স্লাইড প্রদর্শন করা হয়। অনেক সময় একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইড এ যাওয়ার সময় ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়। এই ইফেক্টকে বলা হয় ট্রানজিশন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন মেনু থেকে স্লাইডে ট্রানজিশন যোগ করতে হয়?

ক. Animation খ. View
গ. Home ঘ. Page layout

২। ট্রানজিশন হলো এক ধরনের-

ক. ভিডিও খ. অডিও
গ. ইফেক্ট ঘ. এনিমেশন

৩। একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার জন্য যে ইফেক্ট ব্যবহার করা হয় তাকে বলে-

ক. ভিডিও খ. অডিও
গ. ট্রানজিশন ঘ. এনিমেশন

ব্যবহারিক : ইউনিট-৫

Practical

ব্যবহারিক ১: মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট (Microsoft PowerPoint) ব্যবহার করে স্লাইড তৈরি ও সংরক্ষণ।

তত্ত্ব

প্রেজেন্টেশন তৈরি ও প্রদর্শনের জন্য মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশনের পাওয়ারপয়েন্ট একটি চমৎকার সফ্টওয়্যার। সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন প্রকার কর্মশালা ইত্যাদিতে কম্পিউটারের সাহায্যে সহজে বোধগম্য, আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে তথ্য উপাস্থাপনার জন্য পাওয়ারপয়েন্ট নামের সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্বাচন বা সিলেক্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যারও নির্বাচন করতে হয়।

হার্ডওয়্যার ঃ একটি কম্পিউটার।
সফ্টওয়্যার ঃ অপারেটিং সিস্টেম : Windows XP বা Windows 7 ।
এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার : মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট (Microsoft PowerPoint)

উপরিউক্ত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

১. Computer এর Power Connection ভাল ভাবে Check করে CPU এর Power ON করতে হবে।
২. কিছুক্ষণের মধ্যেই Microsoft Windows এর ডেস্কটপ চলে আসবে।
৩. মাইক্রোসফ্ট অফিস এর মাইক্রোসফ্ট অফিস পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭ (Microsoft Office PowerPoint-2007) প্রোগ্রামটি চালু করতে হবে।
৪. পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন হলে চালুকৃত প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামসমূহ বন্ধ করতে হবে এবং যথানিয়মে কম্পিউটারটি বন্ধ বা শাট ডাউন করতে হবে। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করতে হবে।

ফলাফল উপস্থাপন ঃ

(১) প্রক্রিয়া অনুসরণ ঃ

উপরিউক্ত পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে-

১। ডেস্কটপের স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে all program ক্লিক করলে নতুন একটি মেনু আসবে, যেখানে অনেকগুলো অপশন থাকবে।

২। মাইক্রোসফ্ট অফিস হতে মাইক্রোসফ্ট অফিস পাওয়ারপয়েন্ট ২০০৭ এ ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি রান হবে। যা নিম্নরূপ-

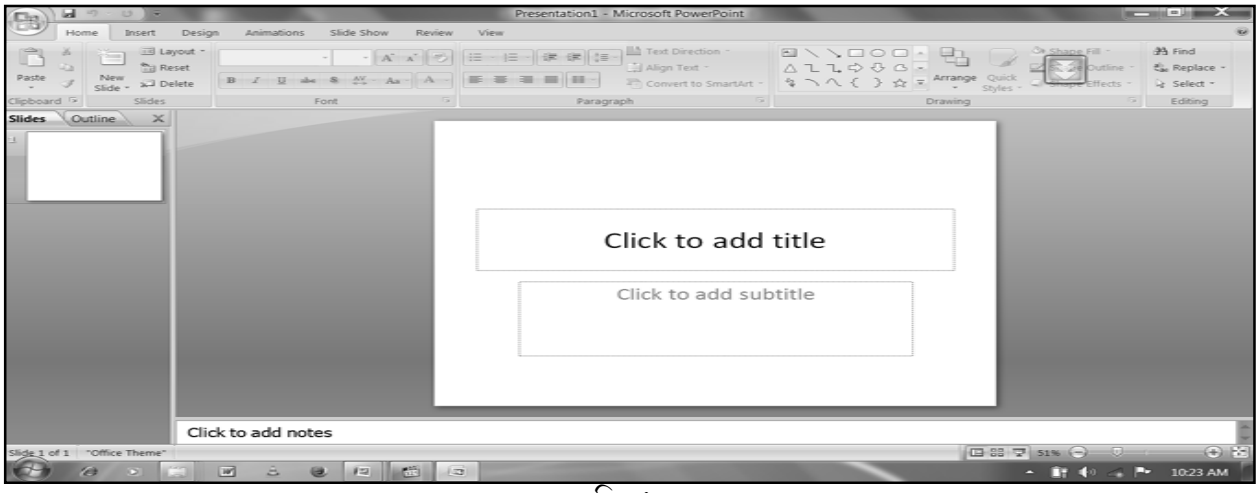

চিত্র ১

২। স্লাইডের মধ্যে প্রয়োজনীয় টাইপের কাজ শেষ করে অফিস বাটন এ ক্লিক করলে একটি মেনু আসবে।

৩। Save As মেনুতে ক্লিক করলে একটি ডায়লগ বক্স আসবে। ফাইল নেম ঘরে ফাইলের নাম দিয়ে OK বাটনে ক্লিক করলে ফাইলটি সেইভ হয়ে যাবে।

(২) ব্যাখ্যা ঃ

সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন প্রকার কর্মশালা ইত্যাদিতে কম্পিউটারের সাহায্যে সহজে বোধগম্য, আকর্ষণীয় ও কার্যকরভাবে তথ্য উপাস্থাপনার জন্য পাওয়ারপয়েন্ট নামের সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোসফ্ট অফিসের পাওয়ারপয়েন্টের সাহায্যে লেখা, অডিও, ভিডিও, গ্রাফ ইত্যাদির সমন্বয় করে আকর্ষণীয়ভাবে তথ্যাদি উপস্থাপন করা যায়।

(৩) ফলাফল ঃ

তৈরিকৃত পাওয়ারপয়েন্ট স্লাউডটি নির্দিষ্ট লোকেশন হতে অপেন করলে অথবা নির্দিষ্ট লোকেশনে প্রবেশ করে সংরক্ষিত স্লাউডটির নামের উপর ডবল ক্লিক করলে পাওয়ারপয়েন্ট স্লাউডটি পাওয়া যাবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভিডিও গেমস ও শিক্ষামূলক সফ্টওয়্যার হচ্ছে-

ক. লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া
খ. ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া
গ. নন- লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া
ঘ. ওয়েব লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া

২। পাওয়ারপয়েন্টের ফাইলকে কী বলে?

ক. স্লাইড
খ. ফাইল
গ. প্রেজেন্টেশন
ঘ. ডকুমেন্ট

৩। সাধারণত প্রেজেন্টেশনে কয়টি স্লাইড থাকে?

ক. দুইটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. একাধিক

৪। পাওয়ারপয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল ড্রপ ডাউন বারে ক্লিক করলে কী পাওয়া যায়?

ক. পাথ
খ. কালার প্যাড
গ. সলিড ফিল
ঘ. গ্রেডিয়েন্ট ও রঙের প্যাটেল

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫। স্লাইডে ছবি সংযুক্ত করার জন্য-

i. insert মেনুর Picture আইকনে ক্লিক করতে হবে
ii. insert picture ডায়লগ বক্সে গিয়ে ছবি সিলেক্ট করে insert বোতামে ক্লিক করতে হয়
iii. insert picture ডায়লগ বক্সে delete বোতামে ক্লিক করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৬। মাল্টিমিডিয়া হচ্ছে-

i. বর্ণের সমন্বয়
ii. চিত্রের সমন্বয়
iii. শব্দের সমন্বয়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দিপকটি পড়ুন ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

ছাত্তার সাহেব একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা। কোম্পানির প্রচারের জন্য আগামীকাল তিনি একটি সেমিনারের আয়োজন করবেন। তাই তিনি তাঁর ল্যাপটপে বসে ঠিক করছেন সেমিনারে কী কী দেখাবেন। এ কাজে তিনি একটি বহুল প্রচলিত প্রেজেন্টেশন সফ্টওয়্যারের সাহায্য নিলেন।

৭। ছাত্তার সাহেবের ব্যবহৃত সফ্টওয়্যারটি হতে পারে-

ক. মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড খ. মাইক্রোসফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট
গ. মাইক্রোসফ্ট এক্সেল ঘ. মাইক্রোসফ্ট অ্যাকেস

৮। উদ্দীপকে ব্যবহৃত সফ্টওয়্যারের সাহায্যে-

i. সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা যায়
ii. শিক্ষক ক্লাশে লেকচার উপস্থাপন করতে পারে
iii. ছাত্রছাত্রীরা তাদের রিসার্সের বিষয় ক্লাশে উপস্থাপন করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১. খ ২. ঘ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১. ঘ ২. ঘ ৩. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ ঃ ১. ক ২. গ ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ ঃ ১. ক ২. গ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ ঃ ১. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ ঃ ১. ক ২. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭ ঃ ১. ক ২. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮ ঃ ১. ক ২. গ ৩. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ ক ২ গ ৩ ঘ ৪ ঘ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৫ ক ৬ ঘ

গ. অভিন্ন বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৭ খ ৮ ঘ